সেনা কল্যাণ সংস্থা

সেনা কল্যাণ ভবন (২০তম তলা)

১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়

২০ - ২০ ইং শিক্ষাবর্ষের

বৃত্তির আবেদনপত্র

কল্যাণ পরিদপ্তরের জন্য

বৃত্তি নং ঃ	
মন্তব্য	
পরিচালক	
উপ-মহাব্যবস্থাপক	
তত্ত্বাবধায়ক	
সহকারী	

১ম পরিচ্ছেদ

আবেদনকারী ছাত্র/ছাত্রীর নিজস্ব তথ্যাবলী

১। ছাত্র/ছাত্রীর নাম ঃ ..... বয়স ঃ.....

২। পিতা/স্বামী/নিজ নং ঃ .....পদবী ঃ.....
নাম ঃ.....(শহীদ/মৃত/জীবিত)

৩। বিবাহিত/অবিবাহিত (ছাত্রীর ক্ষেত্রে) ঃ.....

৪। কোন শ্রেণীর জন্য আবেদন করিতেছে ঃ.....

(উচ্চ মাধ্যমিক/স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য) পর্যায়ে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ বর্ষ, সম্মানের বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে)।

৫। যে সব বিষয়ে পড়িতেছেঃ
ক।.....খ।.....গ।.....
ঘ।.....ঙ।..... চ।.....
ছ।.....জ।.....ঝ।.....

৬। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ঃ.....
ডাকঘর ঃ.....থানা ঃ..... জেলা ঃ.....

৭। বিগত বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

ক। মোট কত নম্বর/জিপিএ'র পরীক্ষা হইয়াছে ঃ.....
খ। মোট কত নম্বর/জিপিএ পাইয়াছে ..... প্রাপ্ত নম্বর/জিপিএ'র গড় ঃ.....

(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সত্যায়িত মার্কশীট ও এক কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দরখাস্তের সহিত থাকিতে হইবে। মার্কশীটে ছাত্র/ছাত্রীর নাম, পিতার নাম/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রেণী রোল নং উল্লেখ করিতে হইবে)।

৮। বর্তমান শ্রেণীতে প্রবেশের তারিখ ঃ.....

৯। অধ্যয়নের (কোর্সের) সময়সীমা ঃ.....

.....

তারিখ ঃ..... (ছাত্র/ছাত্রীর স্বাক্ষর)

২য় পরিচ্ছেদ

আবেদনকারীর পিতা/স্বামী/নিজের সামরিক চাকুরীর বিবরণ ও তথ্যাবলী

(এই পরিচেছদের তথ্যাদি অবসরপ্রাপ্তির ছাড়পত্র/পেনশন দলিল পত্র হইতে পূরণ করিতে হইবে)

১০। পিতা/স্বামী/নিজ নং ঃ .....পদবী ঃ.....
নাম ঃ.....কোর/রেজিমেন্ট ঃ.....

১১। ভর্তির তারিখ ঃ.....অবসরের তারিখ ঃ.....

১২। অবসরের কারণ ঃ.....

১৩। পেনশন ভাতার মাসিক হার ঃ.....টিএস নং (যদি থাকে) ঃ.....

১৪। জন্ম তারিখ ও বর্তমান বয়স ঃ.....

১৫। মৃত্যুর তারিখ (শহীদ/মৃত সদস্যদের জন্য) ঃ.....

১৬। স্থায়ী ঠিকানা ঃ
গ্রাম ঃ..... ডাকঘর ঃ.....
থানা/উপজেলা ঃ..... জেলা ঃ.....

১৭। **বার্ষিক আয়ের বিবরণ ঃ**

ক। কৃষি ভূমি হইতে আয় ঃ.....
খ। পেনশন ভাতা (বার্ষিক) ঃ.....
গ। চাকুরী/ব্যবসা/বাড়ী ভাড়া ঃ.....
ঘ। অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে ঃ.....
ঙ। মোট বার্ষিক আয় ঃ.....

(ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অথবা পৌর কমিশনার/গেজেটেড অফিসার দ্বারা সত্যায়িত করিয়া আয়ের সনদপত্র দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে)।

১৮। **পরিবারের বিবরণ ঃ**

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	পেশা

ক।

খ।

গ।

ঘ।

ঙ।

ডিসচার্জ বহির ফটোকপিসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষরিত/সত্যায়িত পরিবারের তালিকা সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৯। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যাহারা বৃত্তি পাইতেছে বা বৃত্তির আবেদন করা হইয়াছে তাহাদের বিবরণঃ

ক।	নাম	শ্রেণী	বৃত্তি নংঃ
খ।	নাম	শ্রেণী	বৃত্তি নংঃ

বর্তমান ঠিকানা ঃ.....

.....

মোবাইল ফোন নং

.....
(সংশ্লিষ্ট সৈনিক অথবা অভিভাবকের স্বাক্ষর)

৩য় পরিচ্ছেদ

আবেদনকারীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এই অংশ পূরণ করিবেন

দ্রষ্টব্যঃ ছাত্র/ছাত্রীর আবেদনপত্র আপনার কাছে দেওয়া হইল। অনুগ্রহপূর্বক ১ম পরিচ্ছেদের তথ্যাদির সত্যতা যাচাই পূর্বক সঠিকতা নিরুপণ হইলে আপনার দপ্তরের সীলমোহর সহ স্বাক্ষর করিয়া জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের সচিবের নিকট প্রেরণ করিবেন।

২০। আবেদনকারীর দেওয়া ১ম পরিচ্ছেদের তথ্যাবলী সঠিক এবং সে বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলিয়া আবেদনপত্রের উপর স্বাক্ষরান্তে জেলা সশস্ত্রী বাহিনী বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিতেছি।

স্থান ঃ.....
তারিখ ঃ.....

স্বাক্ষর ঃ.....
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান
সীলমোহর

৪র্থ পরিচেছদ

জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড/সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস পূরণ করিবেন

২১। এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করা যাইতেছে যে, উপরোল্লিখিত পরিচ্ছেদ সমূহে বর্ণিত তথ্যাদি অবসরপ্রাপ্তির সার্টিফিকেট/পেনশনের দলিল পত্র ও অন্যান্য সূত্র হইতে যাচাই করিয়া নির্ভুল পাওয়া গিয়াছে।

স্থান ঃ.....

তারিখ ঃ.....

স্বাক্ষর ঃ.....

পদমর্যাদা

সীলমোহর

সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রদত্ত শিক্ষামূলক বৃত্তির নিয়মাবলী

১। **কেবলমাত্র নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সেনা কল্যাণ সংস্থার শিক্ষামূলক বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেঃ**

ক। বাংলাদেশ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, জেসিও, ওআর, এনসি(ই) এবং তাহাদের পত্নী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যাগণ।

খ। শহীদ/মৃত অফিসার, জেসিও, ওআর, পিএনজি, এমওডিসি, এনসি(ই)দের পত্নী, পুত্র ও অবিবাহিতা কন্যাগণ।

গ। কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগণই বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য।

ঘ। আবেদনকারীর পিতা/মাতা/স্বামীর বার্ষিক উপার্জনের উর্ধ্বসীমা ১,৬৫,০০০ (এক লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা পর্যন্ত। সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক ঘোষিত ব্যক্তির আয়কর মুক্ত আয় অভিভাবকের আয়ের উর্ধ্বসীমা বলিয়া গন্য হইবে।

২। **নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বৃত্তি পাওয়ার যোগ্য নয়ঃ**

ক। সেনা/নৌ/বিমান বাহিনী হইতে পদচ্যুত (ডিস্‌মিস্‌) সদস্যগণ।

খ। প্রাক্তন রিক্রুট।

গ। উপার্জনশীল স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাগণ।

ঘ। পরিবারের মোট ০২ (দুই) জনের বেশী সেনা কল্যাণ সংস্থা হইতে বৃত্তি পাইবে না।

ঙ। সকল পর্যায়ে জিপিএ ২.৫০ পয়েন্ট অথবা ৪৫% এর কম নম্বর প্রাপ্তগণ বৃত্তি পাইবে না।

চ। অবসরপ্রাপ্তির পর জন্ম গ্রহনকারী সন্তানগণ বৃত্তি পাইবে না।

ছ। একই শ্রেণীতে একাধিকবার বৃত্তি প্রদান করা হইবে না।

জ। বিদেশে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীগণ বৃত্তি পাইবে না।

৩। **আবেদনপত্রঃ** বিনামূল্যে সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়, ১৯৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ অথবা সকল জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড হইতে পাওয়া যাইবে।

৪। **কিভাবে আবেদন করিতে হইবেঃ**

ক। আবেদনকারী আবেদনপত্রের ১ম ও ২য় পরিচেছদ পূরণ করিয়া ৩য় পরিচেছদ পূরণের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিকট দাখিল করিবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ৩য় পরিচেছদ পূরণ করিয়া জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

খ। জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ডের সচিব/অফিসার-ইন-চার্জ রেকর্ডস কর্তৃক ৪র্থ পরিচেছদ পূরণ করিয়া আবেদনপত্র সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের কল্যাণ পরিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

৫। **যাচাইঃ** জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড/অফিসার-ইন-চার্জ রেকর্ডস আবেদনকারীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করিয়া ৪র্থ পরিচেছদ পূরণ করিবেনঃ

ক। পিতা/স্বামী/নিজের অবসরপ্রাপ্তির ছাড়পত্র অথবা পেনশনের দলিলপত্র।

খ। বাৎসরিক আয়ের প্রমাণপত্র।

গ। মার্কশীট (ছাত্র/ছাত্রীর নাম, পিতার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, শ্রেণী, রোল নং উল্লেখ থাকিতে হইবে)।

দ্রষ্টব্যঃ উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাই সত্ত্বেও চূড়ান্ত যাচাই করিবার অধিকার প্রধান কার্যালয়ের রহিয়াছে।

৬। **বিভিন্ন পর্যায়ে মাসিক বৃত্তির হারঃ**

			মাসিক হার
ক।	**মাধ্যমিক (স্কুল, কারিগরী ও মাদ্রাসা) পর্যায়ঃ**		
	(১) ৬ষ্ঠ - ৮ম শ্রেণী	-	৭৫.০০ টাকা
	(২) ৯ম - ১০ম শ্রেণী		১০০.০০ ”
খ।	**উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসা পর্যায়ঃ**		
	(১) কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য/পিটিআই/লাইব্রেরী বিজ্ঞান/কম্পাউন্ডারশীপ সার্টিফিকেট	-	১৫০.০০ ”
	(২) ডিপ্লোমা-ইঞ্জিনিয়ারিং/নার্সিং/হোমিওপ্যাথ	-	২০০.০০ ”
গ।	**স্নাতক পর্যায় (ডিগ্রী)ঃ**		
	(১) কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য/বি এড	-	১৭৫.০০ ”
	(২) সম্মান (কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য/এলএলবি)	-	২৫০.০০ ”
	(৩) ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিক্যাল/এগ্রিকালচার/ভেটেরিনারী/হোমিওপ্যাথ ডিগ্রী/ টেক্সটাইল/লেদার/মেরিন একাডেমী/মেরিন ও ফিশারীজ একাডেমী ইত্যাদি	-	৩০০.০০ ”
ঘ।	**স্নাতকোত্তর পর্যায় (মাষ্টার ডিগ্রী)ঃ**		
	(১) কলা/বিজ্ঞান/বাণিজ্য/এমএড/এমবিএ/এলএলএম/লাইব্রেরী বিজ্ঞান/ আইসিএমএ/সিএ	-	২৫০.০০ ”

৭। **মেধাবৃত্তিঃ** উপরোক্ত স্বাভাবিক বৃত্তি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত হারে মেধাবৃত্তি পাইবেঃ

ক।	স্কুল, কারিগরী ও মাদ্রাসা পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রীগণ যাহারা সরকার বা বোর্ড হইতে মেধাবৃত্তি পায়-		২৫.০০ ”
খ।	উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসা পর্যায় এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ছাত্র/ছাত্রীগণ নিম্নবর্নিত হারে মেধাবৃত্তি পাইবেঃ		
	(১) জিপিএ-৩.০০ হইতে জিপিএ-৩.৯৯ পয়েন্ট পর্যন্ড় অথবা ৫০% হইতে ৬৯% নম্বর প্রাপ্তগণ	-	২৫.০০ ”
	(২) জিপিএ-৪.০০ ও তদুর্ধ্ব পয়েন্ট প্রাপ্ত অথবা ৭০% হইতে তদুধর্ব নম্বর প্রাপ্তগণ	-	৫০.০০ ”

৮। উৎসাহমূলক বৃত্তি (Incentive Stipend)ঃ শিক্ষামূলক বৃত্তি প্রদানের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের সন্তানদের লেখাপড়ার মান উন্নয়ণ, ভাল ফলাফল অর্জনে উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণার লক্ষ্যে মাধ্যমিক, কারিগরী এবং মাদ্রাসা পর্যায়ের পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ফলাফলে জিপিএ-৫.০০ পয়েন্ট অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীকে এককালীন উৎসাহমূলক বৃত্তি হিসাবে যথাক্রমে **"গোল্ডেন জিপিএ"** (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) ৪,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা এবং **"সিলভার জিপিএ"** (৪র্থ বিষয়সহ) ২,০০০.০০ টাকা এবং উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসা পর্যায়ের পরীক্ষায় বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত ফলাফলে জিপিএ-৫.০০ পয়েন্ট অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীকে এককালীন উৎসাহমূলক বৃত্তি হিসাবে যথাক্রমে **"গোল্ডেন জিপিএ"** (৪র্থ বিষয় ব্যতীত) ৫,০০০.০০ (চার হাজার) টাকা এবং **"সিলভার জিপিএ"** (৪র্থ বিষয়সহ) ৩,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হইবে। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জারীকৃত ফলাফলে মেধা তালিকায় ১ম শ্রেণীতে ১ম, ২য় এবং ৩য় স্থান অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীকে উৎসাহমূলক বৃত্তি হিসাবে যথাক্রমে ২০,০০০.০০ (কুড়ি হাজার), ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) এবং ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হইবে। স্নাতক পর্যায়ে জিপিএ-৪.০০ এর মধ্যে জিপিএ-৪.০০ প্রাপ্তদের ১০,০০০.০০ (দশ হাজার) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জিপিএ-৪.০০ এর মধ্যে জিপিএ-৪.০০ প্রাপ্তদের ১৫,০০০.০০ (পনের হাজার) টাকা প্রদান করা হইবে। উক্ত সুবিধা সমূহ ১৯৯৯-২০০০ইং আর্থিক বৎসর হইতে কার্যকরী হইয়াছে। জিপিএ-৫.০০ (পাঁচ) এবং মেধা তালিকায় মেধা স্থান অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রী উক্ত বৃত্তি প্রাপ্তির লক্ষ্যে মার্কশীটের সত্যায়িত কপি, সংবাদপত্রে প্রকাশিত পত্রিকার কাটিং, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদানকৃত প্রশংসা পত্রের সত্যায়িত কপি, পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত সদস্যের সন্তানের প্রমাণ স্বরুপ পিতার ডিস্‌চার্জ বহিতে লিপিবদ্ধ পরিবারের বিবরণ সংক্রান্ত যাহা রেকর্ডস কর্তৃক স্বাক্ষরিত এর সত্যায়িত ফটোকপি এবং ডিস্‌চার্জ বইয়ের সত্যায়িত ফটোকপিসহ সাদা কাগজে সেনা কল্যাণ সংস্থায় আবেদন করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে নিয়মিত/অনিয়মিত ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে মেধা তালিকায় ..... স্থান অর্জন করিয়াছে এবং প্রাপ্ত গড় নম্বর ..... উল্লেখ পূর্বক অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষরিত সনদপত্র আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

৯। **আবেদনের সময়কালঃ**

বিভিন্ন পর্যায়ের বৃত্তি	শ্রেণী	আবেদনপত্র জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়সূচীঃ
ক। মাধ্যমিক পর্যায় (স্কুল, কারিগরী ও মাদ্রাসা)ঃ	৬ষ্ঠ হইতে ১০ম শ্রেণী	- ১লা জানুয়ারী - ৩১ মার্চ পর্যন্ত।
খ। উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসা পর্যায় ঃ	১১শ - ১২শ শ্রেণী অথবা কোর্স অনুযায়ী	- ১লা আগষ্ট - ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত।
গ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় ঃ	১ম বর্ষ - ৫ম বর্ষ অথবা কোর্স অনুযায়ী	- ১লা নভেম্বর - ৩১ মার্চ পর্যন্ত।

১০। **বৃত্তি নবায়নঃ**

ক। মাধ্যমিক (স্কুল, কারিগরী ও মাদ্রাসা) পর্যায়ঃ ৭ম শ্রেণী হইতে ১০ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি নবায়নের জন্য তাহাদের বার্ষিক পরীক্ষার নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র ৩১ মার্চের মধ্যে সরাসরি সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রেরণ করিতে হইবে।

খ। উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরী ও মাদ্রাসা পর্যায়ঃ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদিগকে পরবর্তী বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃত্তি নবায়নের জন্য নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সেনা কল্যাণ সংস্থায় প্রেরণ করিতে হইবে।

গ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ঃ বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীদিগকে পরবর্তী বর্ষে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃত্তি নবায়নের জন্য নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র ৩১ মার্চের মধ্যে সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে তবে বিলম্বে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইলে ফলাফল বাহির হওয়ার সাথে সাথে নম্বরপত্র/উত্তীর্ণপত্র অত্র সংস্থায় জমা করিলে বিশেষ বিবেচনাধীনে বৃত্তি নবায়ন করা যাইতে পারে। স্নাতক হইতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার পর নূতন করিয়া নির্ধারিত আবেদনপত্রে ১লা নভেম্বর হইতে ৩১ মার্চের মধ্যে আবেদন করিতে হইবে।

দ্রষ্টব্যঃ সকল নম্বরপত্রে/উত্তীর্ণপত্রে বৃত্তির নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে।

১১। **আবেদনপত্র আহ্বানঃ** বহুল প্রচলিত বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রত্যেক পর্যায়ের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়।

১২। **বৃত্তি মঞ্জুরীর বিজ্ঞপ্তিঃ** বৃত্তি প্রদান কমিটি কর্তৃক বৃত্তি মঞ্জুরী চূড়ান্ত হওয়ার পর তাহা বহুল প্রচলিত বাংলা ও ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রচার করা হয়। বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা তিন বাহিনীর প্রধান কার্যালয় সহ বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড ও সকল জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড সমূহে প্রেরণ করা হয়।

১৩। **বৃত্তির টাকা প্রদানঃ**

ক। সেনা কল্যাণ সংস্থা সকল পর্যায়ের বৃত্তির টাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নামে সংস্থার নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ষ্টাইপেন্ড ওয়ারেন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বৃত্তিধারী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তির টাকা বিতরণ করিয়া প্রাপ্তি রশিদের উপর সংশ্লিষ্ট বৃত্তিধারীদের স্বাক্ষরান্তে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে সরাসরি সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ পরিদপ্তরে প্রেরণ করিবেন।

খ। মাধ্যমিক পর্যায়ের ষ্টাইপেন্ড ওয়ারেন্ট "অগ্রণী ব্যাংক", আমিন কোর্ট শাখা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ হইতে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হইবে। উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ষ্টাইপেন্ড ওয়ারেন্ট "দি ট্রাষ্ট ব্যাংক লিমিটেড", সেনা কল্যাণ ভবন শাখা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০ হইতে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া হইবে।

১৪। **প্রাপ্তি স্বীকারঃ** প্রত্যেক বৃত্তিধারী বৃত্তির টাকা প্রাপ্তির পর, সেনা কল্যাণ সংস্থার কল্যাণ পরিদপ্তরে অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার করিবেন অন্যথায় তাহাদের পরবর্তী বৎসরের বৃত্তির টাকা পাঠানো হইবে না।

১৫। **বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করণঃ** যদি বৃত্তি ভোগীর উন্নতি, চরিত্র এবং আচরণ সন্তোষজনক না হয় অথবা সে যদি ভুল তথ্যাদি প্রদান করিয়া থাকে তাহা হইলে যে কোন সময়ে তাহার বৃত্তি বাজেয়াপ্ত করা যাইতে পারে। আবেদনকারী যদি আবেদনে ইচছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করে তাহা হইলে আবেদন বাতিল করা হইবে।

১৬। শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীগণই সেনা কল্যাণ সংস্থার বৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করার যোগ্য হইবে।

বিঃ দ্রঃ উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম, ওভাররাইটিং, ঘষামাজা, ছেড়া অসম্পূর্ণ অথবা নির্ধারিত তারিখের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বাতিল করা হইবে।